



## 5201 - এতমিরে অভভিবকত্ব গ্রহণ ও এতমিকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য পার্থক্য

### প্রশ্ন

কসোভোর অনেকে নাগরিকি শরণার্থী হিসেবে আমেরিকাত প্ৰবশে করছে। অনেকে সময় খ্রিস্টান সংস্থাগুলো তাদরে তত্বাবধানরে দায়তিব নিয়ে থাকে। মুসলমি ভাইদরে কটে কটে এতমিদরে অভভিবকত্ব নতিে চান: তাদরেকে নজিদেরে বাসায় নিয়ে তাদরে সাথে রাখবনে, তাদরে খাবারদাবাররে দায়তিব নবিনে। জনকৈ শাইখ বলনে যে, এটা হারাম, ইসলামে পালক সন্তান গ্রহণ করা জায়যে নহে। তনি মানুষকে এতমিদরে অভভিবকত্ব গ্রহণ করার প্ৰতি উদ্বুদ্ধ করনে না। ইসলাম কি এতমিদরেকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার অনুমতি দিয়ে; এতমিরে নাম পরবিত্তন না কর?ে যে এতমিরে দায়তিব গ্রহণ করা হল সে এতমি কি অভভিবকত্ব গ্রহণকারীর শিশু হিসেবে বিচিতি হব?ে

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা ও এতমিরে অভভিবকত্ব গ্রহণ করার মাঝে বশে কিছু পার্থক্য রয়েছে:

ক. সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা: অর্থাৎ কোন ব্যক্তি একজন এতমিকে নজিরে ঔরশজাত সন্তানরে মত করে গ্রহণ করা। সে এতমিকে ঐ ব্যক্তির ছলে হিসেবে ডাকা হব, ঐ ব্যক্তির মাহরাম নারীগণ এই পালক পুত্ররে জন্য হালাল হব না; পালক পতির ছলেরো হব তার ভাই, ময়েরো হব তার বোন, বোনরো হব তার ফুফু এভাবে। এটা জাহলৌ যামানার প্ৰথা। এমনকি এ ধরণরে কিছু নাম সাহাবীদরে মাঝেও ছিল; যমেন- মকিদাদ বনি আসওয়াদ। যহেতে তার পতির নাম ছিল— আমর। কনিত্ত, যে ব্যক্তি তাকে ছলে হিসেবে লালনপালন করছেন তার নামে তাকে ‘বনি আসওয়াদ’ বলা হত।

ইসলামরে প্ৰথম দকিও এ প্ৰথা জারী ছিল। এক পর্যায়ে এক প্ৰসদিধ ঘটনায় আল্লাহ পালক-পুত্র গ্রহণকে হারাম করে দনে। যহেতে যায়দে বনি হারছো ক যায়দে বনি মুহাম্মদ ডাকা হত। যায়দে (রাঃ) যয়নব বনিত জাহাশ (রাঃ) এর স্বামী ছিলনে এবং তনি তাকে তালাক দনে।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি বলনে: “যখন যয়নব-এর ইদ্দত পালন শেষে হল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়দে বনি হারছোক বেললনে: যাও; তাকে আমার বয়িরে প্ৰস্তাব দাও। যায়দে যখন যয়নবরে কাছে এল তখন যয়নব আটার খামরি বানাচ্ছিলনে। যায়দে বললনে: যয়নব! সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠয়িছেন তমোক বয়িরে প্ৰস্তাব দেওয়ার জন্য। যয়নব বললনে: আমি আমার রবরে কাছে পরামর্শ চাওয়া ব্যতীত কোন সদিধান্ত নবি না। যয়নব তখন যায়নামাযে দাঁড়য়ি গেলনে। ইত্যবসরে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

চলে আসলনে এবং যয়নবরে ঘরবে প্রবশে করলনে। এ ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা নাযলি করনে: “আর স্মরণ করুন, যখন আপনি সে ব্যক্তিকে বলছিলেন (আপনার পালকপুত্র যায়দে বনি হারছিককে বলছিলেন) যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করছেন এবং আপনিও অনুগ্রহ করছেন ‘তোমার স্ত্রীকে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর’। আপনি আপনার অন্তরে একটি কথা (আল্লাহর এ সদিধান্তরে কথা যে, তিনি যায়দে স্ত্রী যয়নবকে আপনার স্ত্রী করে দেবেন) লুকিয়ে রেখেছিলেন যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিচ্ছে। (এ ক্ষেত্রে) আপনি মানুষকে ভয় করছিলেন (অর্থাৎ মানুষের এ কথাকে ভয় করছিলেন যে, মুহাম্মদ পুত্রবধুকে বয়ি করেছে), অথচ আপনার ভয় করার কথা তো আল্লাহকে। অতঃপর যায়দে যখন তার সাথে (স্ত্রী যয়নবের সাথে) সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দলাম; যাতো (ভবিষ্যতে) পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তাদের ব্যাপারে (তাদেরকে বয়ি করতে) মুমনিদের কোন বাধা না থাকে। আর আল্লাহর আদেশে কার্যকর হয়ে থাকে।” [সূরা আহযাব, ৩৩:৩৭] [সহি মুসলিম (১৪২৮)]

খ. আল্লাহ তাআলা দত্তক গ্রহণ করাকে হারাম করছেন। কেননা এতে বংশপরচয় বলিপ্ত হয়ে যায়। অথচ আমাদেরকে বংশপরচয় সংরক্ষণ করার আদেশে দেওয়া হয়েছে। আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি জনেশুনে তার পতিকে বাদ দিয়ে অন্য ব্যক্তির পরচয় গ্রহণ করল সে কুফর করল। যে ব্যক্তি নিজেকে এমন কোন কবলির পরচয় দিয়ে যাদের সাথে তার সম্পর্ক নই সে যেনে জাহান্নামে তার স্থান করে নেয়।” [সহি বুখারী (৩৩১৭) ও সহি মুসলিম (৬১)]

এখানে কুফর করার অর্থ হল— সে কাফরের মতো লিপ্ত হল; এর অর্থ এটা নয় যে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গলে। কারণ এ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ যটোকে হালাল করছেন সটোকে হারাম করা এবং আল্লাহ যটোকে হারাম করছেন সটোকে হালাল করা হয়ে থাকে।

কেননা পালক পতির ময়েদেরকে পোষ্যপুত্রের জন্য হারাম করা বৈধ বিষয়কে হারাম করা; যটো আল্লাহ হারাম করেননি। আবার পালক-পতির মৃত্যুর পর পরতিযুক্ত সম্পত্তির ভাগ নেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ যা হারাম করছেন সটোকে বৈধতা দেওয়া হয়। যহেতে মরিছ বা পরতিযুক্ত সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার শুধুমাত্র ঔরশজাত সন্তানদের।

দত্তক গ্রহণ করলে পালকপুত্র ও ঔরশজাত পুত্রদের মাঝে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ এর ফলে ঔরশজাত সন্তানদের কিছু অধিকার নষ্ট হয়ে সটো এ এতমিরে দিকে চলে যায়; যটো পাওয়ার অধিকার তার নই। তারা মন থেকে জানে যে, এ এতমি তাদের সাথে হকদার নয়।

পক্ষান্তরে, এতমিরে অভিব্যক্ত গ্রহণ করা হচ্চে— এতমিকে নিজ সন্তান না বানিয়ে নিজের বাড়ীতে রাখা কথিবা অন্য কারো বাড়ীতে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়, তার জন্য এমন কিছুকে হারাম না করা; যা তার জন্য হালাল এবং এমন কিছুকে হালাল না করা; যা তার জন্য হারাম; যমেনটি ঘটে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করলে।

বরং আল্লাহ তাআলার পরে ইয়াতীমেরে অভিব্যক্ত হচ্চেনে একজন দয়ালু অনুগ্রহকারীর ভূমিকায়। তবে এতমিরে অভিব্যক্তকে



পালক-পতির সাথে তুলনা করা যাবে না; এ দুটোর মাঝে সাদৃশ্যতার ভিন্নতা থাকার কারণে এবং এতমিরে অভিব্যক্তিব গ্রহণ করার প্রতি ইসলাম উদ্ভুদ্ধ করার কারণে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “তারা আপনাকে ইয়াতমিদরে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন ‘তাদের পুনর্বাসনই উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই।’ আল্লাহ জানেন কে অকল্যাণকারী আর কে কল্যাণকারী। আল্লাহ চাইলে (এ ব্যাপারে) তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। আল্লাহ তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা বাক্বারা, ২:২২০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতমিরে অভিব্যক্তিব গ্রহণকে জান্নাতে সার্বক্ষণিক তাঁর সাথে থাকার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সাহল বনি সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমি ও এতমিরে অভিব্যক্তিব জান্নাতে এভাবে থাকব: তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে ইশারা করেন এবং আঙুলদ্বয়ের মাঝে সামান্য ফাঁকা রাখেন।” [সহিহ বুখারী (৪৯৯৮)]

তবে এ বিষয়ে খয়োল রাখা আবশ্যিক যবে, এ এতমিগণ যখনই প্রাপ্তবয়স্ক হব তখনই তাদেরকে অভিব্যক্তিব স্ত্রী ও ময়েদের থেকে আলাদা রাখতে হবে; যাত করে এক দকিরে কল্যাণ করতে গিয়ে অপর দকিরে অকল্যাণ না করেন। অনুরূপভাবে এ ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে যবে, পালতি এতমি ময়ে-শিশু ও সুন্দরী হতে পারে। ফলে বালগে হওয়ার আগই ছলেদেরে কামনার পাত্র হয়ে যতে পারে। তাই অভিব্যক্তিব দায়িত্ব হবে নিজেরে ছলেদেরকে চোখে চোখে রাখা; যাত করে তারা পালতি এতমিদরে সাথে কোন হারাম কর্মে লিপ্ত হতে না পারে। কারণ এ ধরণে ঘটনা কখনও কখনও ঘটতে থাকে এবং এমন অকল্যাণ ঘটায় যার সুরাহা করা করা দুর্হ।

আমরা আমাদের ভাইদেরকে এতমিদরে অভিব্যক্তিব গ্রহণ করার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করছি। এতমিরে অভিব্যক্তিব গ্রহণ এমন একটা ভাল গুণ যা অতি বিরল; কবেল আল্লাহ যাদেরকে দ্বীনদারি, নকেকাজরে প্রতি ভালবাসা এবং এতমি-মসিকীনরে প্রতি সহানুভূতি দিয়েছেন তারা ব্যতীত। বিশেষতঃ কসোভো ও চচেনয়ির ভাইয়রো যবে সংকট ও নরিযাতনরে মুখে রয়ছেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যনে, তাদেরকে সংকট ও কঠনি পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।